জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্য নীতিমালা, ২০১৮

(National Marine Fisheries Policy 2018)

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা নং

১.০ ভূমিকা
২.০ বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ
৩.০ জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্য নীতিমালার উদ্দেশ্য
৪.০ জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্য নীতিমালার ব্যাপ্তি
৫.০ জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্য নীতিমালার পরিধি
৬.০ নীতিমালার সাধারণ বিষয়াদি
৭.০ সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা, সহনশীল আহরণ ও উৎপাদন বৃদ্ধি
৭.১ জরিপের ডাটা সংরক্ষণ, ফলাফল বিশ্লেষণ ও ব্যবহার
৭.২ মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা
৭.৩ সামুদ্রিক পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ
৭.৪ সামুদ্রিক মৎস্যজীবীদের নিরাপত্তা প্রদান ও কল্যাণ সাধন
৮.০ মেরিকালচার
৯.০ সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা
১০.০ মাছের আহরণোত্তর ব্যবস্থাপনা
১১.০ ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন
১২.০ জলবায়ু পরিবর্তন এর ফলে সম্ভাব্য প্রভাব মোকাবেলায় ব্যবস্থা গ্রহণ
১৩.০ সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় মানব সম্পদ উন্নয়ন
১৪.০ সামুদ্রিক ও উপকূলীয় জলাশয়ের দূষণ নিয়ন্ত্রণ
১৫.০ সমুদ্রে মৎস্য আহরণে অনুমতি প্রাপ্ত ট্রলার সমূহের মালিকানা পরিবর্তণ ও লাইসেন্স হস্তান্তর
১৬.০ জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্য নীতিমালা বাস্তবায়ন
১৭.০ ভ্যাট, আয়কর, শুল্ক ও অন্যান্য কর
১৮.০ শব্দসংক্ষেপ

১.০ ভূমিকা

বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য সেক্টরের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অনস্বীকার্য। এদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি মৎস্যসম্পদ উন্নয়নের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। বর্তমানে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা থেকে ২০০২-০৩ সালে যেখানে ৪.৩২ লক্ষ মে. টন. মৎস্য আহরিত হয়েছে সেখানে ২০১৬-১৭ সালে এর পরিমাণ এসে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬.৩৭ লক্ষ মে. টনে, যা দেশের মোট উৎপাদিত মৎস্যের শতকরা প্রায় ১৬ ভাগ। দেশের দ্বিতীয় রপ্তানি আয়ের খাত মৎস্যসম্পদের সিংহভাগেরই যোগান আসছে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল ও সামুদ্রিক উৎস থেকে। বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় এলাকা ও সামুদ্রিক একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলে (Exclusive Economic Zone-EEZ) মৎস্য আহরণে নিয়োজিত প্রায় ২.৭০ লক্ষ মৎস্যজীবী পরিবারের কমপক্ষে ১৩.৫০ লক্ষ মানুষের জীবিকা নির্বাহ হচ্ছে এ সম্পদ হতে। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের ব্যাপ্তি উপকূলীয় বিশাল জনগোষ্ঠীর জীবিকায়নের নিরাপত্তা বলয় অতিক্রম করে সারাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা, বিশেষ করে পুষ্টি যোগানে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। এছাড়া, উপকূলীয় ও সামুদ্রিক অঞ্চলে মৎস্য আহরণ ও ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন সহায়ক কার্যক্রমের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ ক্ষুদ্রায়তন মৎস্য শিল্পে নারীদের ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বব্যাপী সামুদ্রিক, বিশেষ করে উপকূলীয় মৎস্যসম্পদ নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা যথা-অতি আহরণজনিত কারণে ক্রমাগতভাবে হ্রাস পাচ্ছে। সম্পদের ক্রমহ্রাস, ভূমি ও সমুদ্র হতে সৃষ্ট দূষণ এবং সর্বোপরি জলবায়ুর ব্যাপক পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের মৎস্যকুলের প্রাচুর্যতা, বিস্তৃতি ও প্রজাতি জীববৈচিত্রের ওপর বিরূপ প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বশীল মৎস্য আহরণের জন্য প্রণীত বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিধি, প্রটোকল, নির্দেশিকা, কনভেনশন বা চুক্তিতে বাংলাদেশ অন্যতম অনুস্বাক্ষরকারী দেশ। ফলে অভ্যন্তরীণ প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই আহরণ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য দেশের সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিবিধানে অনুস্বাক্ষরিত আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক নীতি-বিধানাবলী সংযোজনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

বিগত ১৪ মার্চ ২০১২ খ্রি. তারিখে International Tribunal on the Law of the Sea (ITLOS) এবং ০৭ জুলাই ২০১৪ খ্রি. তারিখে Permanent Court of Arbitration (PCA) এর মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক এলাকায় প্রতিবেশী দেশের সাথে সীমানা নির্ধারনের ফলে ১,১৮,৮১৩ বর্গ কি.মি. সামুদ্রিক এলাকায় দেশের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশাল সমুদ্র এলাকায় সর্বোচ্চ সহনশীল মৎস্য আহরণ এবং উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আমিষের চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, দারিদ্র বিমোচন, রপ্তানী আয় বৃদ্ধি ও সুনীল অর্থনীতিতে (Blue Economy) গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার লক্ষ্যে একটি জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্য নীতিমালা প্রণয়ন সময়ের দাবী। এ বিবেচনায় জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্য নীতিমালা, ২০১৮ প্রণীত হলো।

২.০ বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ

পৃথিবীর মানচিত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভারত মহাসাগরের উত্তরে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। বাংলাদেশ একটি সমুদ্রোপকূলবর্তী দেশ, যা বদ্বীপ হিসেবে পরিচিত। বঙ্গোপসাগর হচ্ছে বিশ্বের ৬৭ টি বৃহৎ সামুদ্রিক প্রতিবেশের (Large Marine Ecosystem) মধ্যে একমাত্র উপসাগর যেখানে সবচেয়ে বেশি নদী-বিধৌত পানি ও পলি প্রবেশ করে। ফলে এ সাগর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যপূর্ণ মৎস্যসম্পদে সমৃদ্ধ। এদেশের সমুদ্রসীমায় জীববৈচিত্র্যের এক বিশাল সমাহার রয়েছে, যেখানে প্রায় ৪৭৫ প্রজাতির ছোট-বড় নানা আকারের মৎস্য ও ৩৬ প্রজাতির চিংড়ি, ৫ প্রজাতির লবস্টার, ১৫ প্রজাতির কাঁকড়া, ৫ প্রজাতির কচ্ছপ, ১৩ প্রজাতির প্রবাল, ১৪০ প্রজাতির শৈবালসহ নানাবিধ জলজ সম্পদের সন্নিবেশ ঘটেছে। দেশের একমাত্র প্রবালসৃষ্ট দ্বীপ সেন্টমার্টিন বিভিন্ন প্রজাতির একুয়ারিয়াম মৎস্যসহ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক বিশাল চারণক্ষেত্র। সুন্দরবন উপকূলীয় প্যারাবন এলাকা স্বাদু, অল্প লবনাক্ত ও সামুদ্রিক সকল প্রজাতির মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ও নার্সারি ক্ষেত্র হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। যা বাংলাদেশের একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলের ২০০ মিটারের অধিক গভীরতায় অতি পরিভ্রমণশীল মৎস্য প্রজাতি এবং মহাসাগরের আন্তর্জাতিক জলাশয়ে মূল্যবান টুনা ও টুনা জাতীয় মৎস্য আহরণের মাধ্যমে সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির অপার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশ্বে সমুদ্র উপকূলবর্তী অনেক দেশেই মেরিকালচার অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে এবং বাংলাদেশের বিস্তৃত সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলেও অনুরূপ মেরিকালচারের যথেষ্ট উপযোগিতা রয়েছে। ব্লু-ইকোনমির এ অপার সম্ভাবনাময় খাতকে কাজে লাগিয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

৩.০ জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্য নীতিমালার উদ্দেশ্য

(ক) বর্তমান প্রজন্মের অধিকার প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে ভবিষ্যত প্রজন্মের অধিকারকে বিবেচনায় আনার উদ্দেশ্যে উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, টেকসই আহরণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে UNCLOS, FAO-CCRF সহ বিভিন্ন জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিধিবিধান এর সাথে সংগতি রেখে দায়িত্বশীল মৎস্য আহরণ পদ্ধতি প্রবর্তন;

(খ) পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের টেকসই উন্নয়ন;

(গ) আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;

(ঘ) জনস্বাস্থ্যের বিষয় প্রণিধানে রেখে দেশের জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও প্রাণিজ আমিষের যোগান বৃদ্ধি;

(ঙ) সামুদ্রিক মৎস্য খাতের সাথে সম্পৃক্ত সকল নারী-পুরুষ এর সমক্ষমতায়নের মাধ্যমে তাঁদের উন্নয়নের মূলধারায় আনয়ন;

(চ) বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে সামুদ্রিক মৎস্যের ব্যবহার ও বিপণন বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ছ) দেশের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি মানসম্মত মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধি করে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন;

(জ) ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী ও মৎস্য শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণ;

(ঝ) সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ, সংরক্ষণ, বিপণন ও রপ্তানি কার্যক্রমের উন্নয়নে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকে উৎসাহ প্রদান;

(ঞ) অবৈধ, অঘোষিত ও অনিয়ন্ত্রিত (IUU) মৎস্য আহরণ নিয়ন্ত্রণ।

৪.০ জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্য নীতিমালার ব্যাপ্তি

৪.১ "জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্য" শব্দমালা উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের উন্মুক্ত আহরণ ও চাষ উভয়ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য হবে। মৎস্যচাষ বলতে উপকূলীয় বা সামুদ্রিক জলাশয়ে সকল প্রকার অর্থকরী বা প্রয়োজনীয় প্রাণী, অণুজীব, সামুদ্রিক শৈবাল ও অন্যান্য উদ্ভিদ এর চাষ বুঝাবে;

৪.২ উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ আহরণ, সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন, আমদানি-রপ্তানি ও মৎস্য সংশ্লিষ্ট ব্যবসার সঙ্গে জড়িত এবং বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক জলসীমায় বিদ্যমান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন ও বিধিবিধান অনুসরণে মৎস্য, জলজ প্রাণী, অণুজীব, সামুদ্রিক শৈবাল ও অন্যান্য উদ্ভিদ আহরণকারী, উৎপাদনকারী, পরিবহনকারী, বাজারজাতকারী, প্রক্রিয়াজাতকারী ব্যক্তি, সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা এ নীতিমালার আওতাভুক্ত;

৪.৩ মৎস্য আহরণযোগ্য সকল মৎস্য নৌযান ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি, সামুদ্রিক ও উপকূলীয় জলাশয়ের আওতাভূক্ত সকল প্রকার মৎস্যসম্পদের সমন্বিত ব্যবস্থাপনা;

৪.৪ সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ, পরিবহন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ, আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য ও সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা;

৪.৫ সামুদ্রিক মৎস্য শিক্ষা, মানবসম্পদ উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ, বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম।

৫.০ জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্য নীতিমালার পরিধি

৫.১ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ, নিয়মিত জরিপ, গবেষণা ও মজুদ নিরূপণের মাধ্যমে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত বিভিন্ন প্রকৃতির মৎস্য নৌযানের (Fishing Vessel) সংখ্যা, মৎস্য আহরণসীমা নির্ধারণ ও মৎস্য আহরণ নিয়ন্ত্রণ;

৫.২ সমুদ্র উপকূল, মোহনা ও তৎসংলগ্ন এলাকায় সর্বোচ্চ জোয়ারে ৪০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত মৎস্য আহরণে নিয়োজিত সকল প্রকার যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক মৎস্য নৌযানসমূহের ক্ষেত্রে নির্দেশিকা প্রণয়ন;

৫.৩ সর্বোচ্চ জোয়ারে ৪০ মিটার গভীরতার ঊর্ধ্বে একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং আন্তর্জাতিক জলসীমায় মৎস্যআহরণে নিয়োজিত Fishing Vessel দ্বারা মৎস্য, চিংড়ি, জলজ প্রাণী, উদ্ভিদ আহরণ কার্যক্রমের নির্দেশিকা প্রণয়ন;

৫.৪ সমুদ্রের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলের গভীর অংশে এবং আন্তর্জাতিক জলাশয়ে অনাহরিত মৎস্য প্রজাতি আহরণে উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে উৎসাহ প্রদান;

৫.৫ উপকূলীয় ও সমুদ্র এলাকায় চিংড়ি, মৎস্য, সাগর শৈবাল, কাঁকড়া ও খাঁচায় মৎস্যচাষ এবং অপ্রচলিত অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অপ্রচলিত প্রাণী ও উদ্ভিদের চাষ সম্প্রসারণ;

৫.৬ উপকূলীয় অঞ্চল এবং উপকূল হতে সমুদ্রের গভীরতা ও দূরত্ব অনুযায়ী মৎস্য আহরণ জোন নির্ধারণ করে প্রজাতি-ভিত্তিক মৎস্যসম্পদ আহরণ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা;

৫.৭ উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে নিয়োজিত ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের স্বার্থ-সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনায় ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীসহ সকল অংশিজনের সম্পৃক্তকরণ।

৬.০ নীতিমালার সাধারণ বিষয়াদি

৬.১ মৎস্যসম্পদের সাথে সংশ্লিষ্ট অংশিজন (Stakeholders) কর্তৃক যৌথভাবে নীতিমালা অনুসরণের মাধ্যমে উপকূলীয় ও সামুদ্রিক পরিবেশ সংরক্ষণ;

৬.২ টেকসই মৎস্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সামুদ্রিক মৎস্যের প্রবৃদ্ধি অর্জন, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং মৎস্যজীবীদের খাদ্য নিরাপত্তা, দারিদ্র হ্রাস ও জীবনমান উন্নয়ন;

৬.৩ মৎস্যসম্পদের অতি আহরণ ও নৌযানের মাত্রাতিরিক্ত আহরণ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ফিশিং ভেসেল ও মৎস্য আহরণ পদ্ধতি এবং সরঞ্জামের ধরণ ও সংখ্যা নির্ধারণ;

৬.৪ মৎস্য আহরণে নিয়োজিত সকল মৎস্য নৌযানের জাতীয়, উপ-আঞ্চলিক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক আইন প্রতিপালন;

৬.৫ সমুদ্র সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা পরিচালনা করা। একাধিক দেশের জলসীমায় চলাচলকারী বিভিন্ন জলজ প্রাণী ব্যবস্থাপনার জন্য সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের সাথে যৌথ গবেষণা পরিচালনা;

৬.৬ বিপন্ন ও বিলুপ্ত প্রায় প্রজাতি রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

৬.৭ মৎস্য আহরণ, পরিচর্যা ও ব্যবস্থাপনার জন্য ব্যবহৃত সুযোগ সুবিধা সমূহ নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত ও আন্তর্জাতিক মানে রাখা;

৬.৮ মৎস্যসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য সকল মৎস্য নৌযানকে রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্সের আওতায় আনয়ন;

৬.৯ মৎস্যজীবীদের নিরাপদ ও সুষ্ঠু জীবনযাত্রা, সমুদ্রে নিরাপত্তা এবং দায়িত্বশীল মৎস্য আহরণে অধিকার নিশ্চিত করার পাশাপাশি প্রকৃত মৎস্যজীবী সনাক্তকরণ, পরিচয়পত্র ও সহজ শর্তে ঋণ প্রদান;

৬.১০ মৎস্যজীবী, মৎস্যচাষি, মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকারী ও মৎস্য শ্রমিকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব মৎস্যসম্পদ আহরণ ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ও নীতিমালা অনুসরণে উদ্বুদ্ধকরণ;

৬.১১ মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাসহ অন্যান্য আর্ন্তজাতিক সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক দেশের সাথে সম্পাদিত চুক্তিনামায় বিবৃত অধিকার, নীতি ও বাধ্যবাধকতা অনুসরণ;

৬.১২ পরিবেশ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনায় রেখে সামুদ্রিক ও উপকূলীয় সম্পদ সম্পর্কিত লব্ধ বৈজ্ঞানিক তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে প্রাক-সতর্কতামূলক (Precautionary) ও বাস্তুতন্ত্র (Ecosystem) ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা গ্রহন;

৬.১৩ জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক আইন ও রীতিনীতি অনুসরণপূর্বক গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণ।

৭.০ সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা: সহনশীল আহরণ, সংরক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধি

৭.১ জরিপের ডাটা সংরক্ষণ, ফলাফল বিশ্লেষণ ও ব্যবহার

৭.১.১ সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের প্রকৃতি ও ব্যাপকতা নিরূপণে পরিচালিত অনুসন্ধান ও জরিপের ফলাফল স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞগণের সহযোগিতায় বিশ্লেষণ করে সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কৌশল নির্ধারণ;

৭.১.২ উপকূলীয় এবং সামুদ্রিক জীববৈচিত্রের হালনাগাদ জরিপ পরিচালনাপূর্বক এ সংক্রান্ত একটি ডাটাবেইজ তৈরী ;

৭.১.৩ International Tribunal on the Law of the Sea (ITLOS, 2012) এবং Permanent Court of Arbitration (PCA, 2014) এর মাধ্যমে মীমাংসিত ১,১৮,৮১৩ বর্গ কি.মি.আয়তনের সামুদ্রিক জলাশয়ে মৎস্যসম্পদ আহরণের জন্য নতুন নতুন মৎস্যক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ এবং গভীর সমুদ্রসহ আন্তর্জাতিক জলরাশিতে মৎস্য আহরণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ;

৭.১.৪ জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে বাস্তবমুখী কর্মপরিকল্পনা এবং সামুদ্রিক ও উপকূলীয় মৎস্য আহরণে নিয়োজিত ট্রলার ও যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান মালিক এবং মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের মাধ্যমে বাস্তবায়ন;

৭.১.৫ দেশের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিচরণশীল মেকারেল, টুনা ও টুনা জাতীয় অন্যান্য পেলাজিক মাছের উপস্থিতি ও প্রাচুর্যতা সম্পর্কে তথ্য আহরণের জন্য অনুসন্ধান;

৭.১.৬ গভীর সমুদ্রে ২০০ মিটার গভীরতার ঊর্ধ্বে বিচরণশীল টুনা ও টুনা জাতীয় অন্যান্য প্রজাতির মাছের বাণিজ্যিক আহরণে উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে সম্পদের মজুদ নির্ধারণ ও দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান।

৭.২ মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা

৭.২.১ লাগসই নীতি ও আইন প্রণয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরির মাধ্যমে মৎস্যসম্পদের যথাযথ সংরক্ষণ ও মৎস্য মজুদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দায়িত্বশীল মৎস্য আহরণ;

৭.২.২ জালের ধরণ ও সরঞ্জামাদির কার্যকারিতা, আহরণ পদ্ধতি ও ব্যবহারবিধি নিয়মিত পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দায়িত্বশীল মৎস্য আহরণ নিশ্চিত করণ ;

৭.২.৩ বিপন্ন প্রজাতিকে রক্ষা করা, অনাকাঙ্ক্ষিত প্রজাতির মৎস্য আহরণ বন্ধ করা ও আহরিত মাছ ফেলে দেয়া বা বাতিল করার মতো অপচয় কমানোর জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

৭.২.৪ মাছের পোনা, কিশোর মাছ রক্ষার জন্য প্রজাতি অনুযায়ী মাছের আকার নির্দ্ধারণ পূর্বক জালের ফাঁস নিয়ন্ত্রণ এবং প্রজননক্ষম মাছ রক্ষার জন্য বন্ধ মৌসুম প্রবর্তন;

৭.২.৫ উপকূলীয় ও সামুদ্রিক এলাকায় সর্বোচ্চ জোয়ারে ১০ মিটার এর কম গভীরতায় সকল ধরণের মৎস্য আহরণ বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ।

৭.৩ সামুদ্রিক পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ

৭.৩.১ সামুদ্রিক ও উপকূলীয় মৎস্যসম্পদকে অতি আহরণ ও সম্ভাব্য বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষার জন্য প্রজাতির প্রাচুর্যতার উপর ভিত্তি করে জোন নির্ধারণ পূর্বক মৎস্য নৌযান/ট্রলার সংখ্যা নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ;

৭.৩.২ মাছ ও চিংড়ির জীবনচক্র সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের জন্য উপকূলীয় প্যারাবন সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ করে মৎস্য ও চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধি;

৭.৩.৩ কিশোর চিংড়ি ও বিভিন্ন প্রজাতির মাছের পোনা রক্ষা করার জন্য cod end-এ বড় ফাঁস সম্বলিত উন্নত ধরণের জালের প্রচলন;

৭.৩.৪ প্রজননক্ষম মাছের নিরাপদ প্রজননের জন্য সহায়ক তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে বছরের কোন নির্দিষ্ট সময়ে সকল প্রকার মৎস্য ট্রলার/মৎস্য নৌযান কর্তৃক মৎস্য আহরণ কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা এবং বন্ধকালীন তালিকাভুক্ত মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থানের (AIGA)ব্যবস্থা গ্রহণ;

৭.৩.৫ FAO কর্তৃক প্রণীত দায়িত্বশীল মৎস্য আহরণের আচরণ বিধিমালা (FAO-CCRF) স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ করে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত সকল সুফলভোগীকে সচেতন করা ও তা অনুসরণে ব্যবস্থা গ্রহণ;

৭.৩.৬ মৎস্য সম্পদ রক্ষা করে জীববৈচিত্র্যের উৎকর্ষ সাধন, মৎস্যের অবাধ বিচরণ ও মজুদ কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে রাখার জন্য উপকূল ও সমুদ্রে নির্দিষ্ট স্থানে মৎস্য অভয়াশ্রম (Fish Sanctuary), মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ এলাকা (No fishing zone), সামুদ্রিক রিজার্ভ (Marine reserve) ও সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা (Marine Protected Area) প্রতিষ্ঠা করে এর ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়ন;

৭.৩.৭ সমুদ্র উপকূলীয় দ্বীপ এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় সামুদ্রিক বিভিন্ন মূল্যবান প্রজাতির চারণ ও প্রজননক্ষেত্র নিরাপদ রাখার জন্য সামুদ্রিক শৈবাল, প্রবাল প্রাচীর (coral reef), শামুক, ঝিনুক, কাঁকড়া, উপকূলীয় প্যারাবন ইত্যাদি সংরক্ষণ;

৭.৩.৮ সুন্দরবন এবং অন্যান্য প্যারাবন এর মৎস্যসম্পদ রক্ষায় ও এর নিরাপদ প্রজনন ও অভিপ্রয়াণ(migration) নিশ্চিতকল্পে সরকারের অন্যান্য সংস্থার সাথে সমন্বয়পূর্বক যথাযথ আইনি ব্যবস্থাপনার অধীনে তদারকি, পরিবীক্ষণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা;

৭.৩.৯ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতির সামুদ্রিক কচ্ছপ, কুমির, ডলফিন, হাঙ্গর, কামট, তিমি, পরিযায়ী (migratory) পাখি রক্ষায় প্রজনন ও বিচরণক্ষেত্র সংরক্ষণ;

৭.৩.১০ সামুদ্রিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সহায়ক ভূমিকা পালনে International Convention on the Control of Harmful Anti-Fouling Systems on Ships (AFS, 2001) এর সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান অনুসরণে ব্যবস্থা গ্রহণ;

৭.৩.১১ নির্দিষ্ট অশ্বশক্তিসম্পন্ন যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক মৎস্য নৌযানসমূহকে পর্যায়ক্রমে Fibre Reinforced Plastic (FRP) Boat দ্বারা নির্মানে উৎসাহিত করা;

৭.৩.১২ সামুদ্রিক সহ-আহরিত মাছ (by-catch) সমুদ্রে ফেলে না দিয়ে প্রক্রিয়াজাতকরণসহ যথাযথ এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;

৭.৩.১৩ ট্রলারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মাছ ধরার ট্রলার সমূহের সমুদ্রযাত্রার আদেশ এর কপি সমুদ্র গমনের পূর্বেই বাংলাদেশ নৌবাহিনী, কোস্ট গার্ড এবং বন্দর কর্তৃপক্ষকে সরবরাহ করা;

৭.৩.১৪ উপকূলীয় বন এবং নতুন জেগে ওঠা চরের বন ও এরূপ বনের জীববৈচিত্র্যের হুমকি হবে এরূপ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করা;

৭.৩.১৫ সেন্ট মার্টিন ও অন্যান্য দ্বীপ এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় সামুদ্রিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতির চারণ ও প্রজনন ক্ষেত্র নিরাপদ রাখার জন্য সামুদ্রিক শৈবাল, প্রবাল প্রাচীর (coral reef), শামুক, ঝিনুক, কাঁকড়া ইত্যাদি সংরক্ষণ করা এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে পর্যটকের সংখ্যা সীমিত রাখার ব্যবস্থা গ্রহন।

৭.৪ সামুদ্রিক মৎস্যজীবীদের নিরাপত্তা প্রদান ও কল্যাণ সাধন

৭.৪.১ সামুদ্রিক ও উপকূলীয় অঞ্চলের মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ে যুগোপযোগী কর্মকৌশল প্রণয়ন;

৭.৪.২ মৎস্য আহরণে নিয়োজিত প্রত্যেক মৎস্যজীবীর প্রয়োজনীয় উপাত্ত সম্বলিত পরিচয়পত্র প্রদানপূর্বক বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দেয় বিভিন্ন সহায়তা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা;

৭.৪.৩ মৎস্য আহরণে নিয়োজিত জেলেদের সম্ভাব্য প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন আপদ হতে নিরাপদ রাখার জন্য আবহাওয়ার আগাম সতর্কীকরণ বার্তা প্রেরণ;

৭.৪.৪ আর্টিসনাল মৎস্য খাতে নিয়োজিত মৎস্যজীবীদের খাদ্য নিরাপত্তা ও দারিদ্র নিরসণে Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries (the SSF Guidelines -FAO 2015) প্রণিধানে রাখা;

৭.৪.৫ সকল মৎস্যজীবীদের বীমার আওতায় এনে প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্ঘটনায় অর্থনৈতিক সুরক্ষা প্রদান এবং বিভিন্ন সঞ্চয়মূলক স্কিম প্রবর্তনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৭.৪.৬ সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের টেকসই উন্নয়ন ও সংরক্ষণ কার্যকরের লক্ষ্যে মৎস্যজীবীদের সম্পৃক্ততায় সহ-ব্যবস্থাপনা (co-management) পদ্ধতি প্রবর্তন;

৭.৪.৭ মৎস্য আহরণকালে জলদস্যুতা, অপহরণ, প্রাকৃতিক দূর্যোগ, দুর্ঘটনা অথবা অন্যবিধ কারণে মৃত্যু বা অঙ্গহানি ঘটলে ক্ষতিগ্রস্থ জেলে বা তাঁর পরিবারকে আপদকালীন আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য ট্রাস্ট ফান্ড গঠন;

৭.৪.৮ প্রতিটি যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানে মৎস্য আহরণের সময়ে জীবন রক্ষাকারী ঔষধ ও সরঞ্জাম, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ও নৌচলাচল কাজে সহায়ক উপকরণ ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা;

৭.৪.৯ সমুদ্র ও উপকূলীয় এলাকায় কোস্টাল রাডার স্টেশনের সাথে সংযোগ স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ;

৭.৪.১০ আহরণোত্তর মাছের পরিচর্যা, প্রক্রিয়াজাতকরণ, জাল তৈরি ও মেরামত, বিপণন এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় কাজের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিসহ নারী সহায়ক কর্মসংস্থান সৃষ্টি;

৭.৪.১১ সমুদ্রে জীবন এবং সম্পদ রক্ষার জন্য প্রণীত আইন The International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS,1974) এবং The International Convention on Maritime Search and Rescue (SAR,1979), International Convention of Marine Pollution (MARPOL 1973/78) এবং Ballast Water Convention এর সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান অনুসরণে ব্যবস্থা গ্রহণ;

৭.৪.১২ সমুদ্রগামী মৎস্য জাহাজে কর্মপরিবেশ সংক্রান্ত International Labour Organization (ILO) কর্তৃক প্রণীত The Work in Fishing Convention, 2007 (No.188) সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান অনুসরণে ব্যবস্থা গ্রহণ।

৮.০ মেরিকালচার

৮.১ দায়িত্বশীল মেরিকালচারের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা, রক্ষণাবেক্ষণ ও কৌশল প্রণয়ন;

৮.২ মৎস্যচাষের উন্নয়নের ফলে যাতে স্থানীয় সম্প্রদায়ের বা উপকূলবাসীর জীবনযাত্রায় এবং মৎস্য আহরণ ক্ষেত্রে তাদের প্রবেশাধিকারে নেতিবাচক প্রভাব না পড়ে তা নিশ্চিত করা;

৮.৩ খামার থেকে বেরিয়ে যাওয়া মাছের দ্বারা প্রাকৃতিক মজুদের বংশগতিধারা ও রোগ-বালাইয়ের ওপর বিরূপ প্রভাব হ্রাসের জন্য পদক্ষেপ নেয়া;

৮.৪ বিপন্ন প্রজাতির কৌলিতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য (Genetic variation) সংরক্ষণের জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গবেষণা করা এবং সংরক্ষণ, পুনর্বাসন ও মজুদ বৃদ্ধির জন্য ঐ সব প্রজাতির চাষ প্রযুক্তির উন্নয়ন;

৮.৫ উপকূলীয় মৎস্যচাষি ও উৎপাদনকারী সংগঠনের সহযোগিতায় দায়িত্বশীল মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনে মৎস্যচাষি সম্প্রদায়ের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;

৮.৬ চাষের মাধ্যমে উৎপাদিত মৎস্য ও মৎস্য পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিত করা;

৮.৭ মৎস্য সংক্রান্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব হ্রাস করার জন্য যথাযথ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা।

৯.০ সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা

৯.১ উপকূলীয় এলাকা এবং উপকূল হতে সমুদ্রের গভীরতা, দূরত্ব ও সম্পদের প্রাপ্যতা অনুযায়ী বিভিন্ন মৎস্য ব্যবস্থাপনা ও মৎস্য আহরণ অঞ্চল নির্ধারণ করে মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রণয়ন;

৯.২ মৎস্য ও মৎস্যসম্পদ ব্যবহারকারীদের সাথে উপকূলীয় অন্যান্য সম্পদ ব্যবহারকারীর মধ্যে সংঘাত পরিহারের লক্ষ্যে সমন্বিত চাষ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গ্রহণ;

৯.৩ উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনার জন্য নীতি প্রণয়নে সম্ভাব্য ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা সমূহ বিবেচনা করা;

৯.৪ উপকূলীয় অঞ্চলের কার্যক্রম পরিকল্পনা, উন্নয়ন, সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয় সাধন;

৯.৫ মৎস্য উপখাতের অধীন উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনায় প্রতিনিধিত্বকারীদের উপযুক্ত কারিগরি দক্ষতা অর্জনে সহায়তা প্রদান।

১০.০ মাছের আহরণোত্তর ব্যবস্থাপনা

১০.১ দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার আলোকে মৎস্যসম্পদের স্থিতিশীল উন্নয়ন ও ব্যবহারের উদ্দেশ্যে আহরণোত্তর মৎস্য পরিচর্যা ও প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য জাতীয় কর্মকৌশল প্রণয়ন;

১০.২ আহরণোত্তর পরিচর্যা (Post Harvest Handling) বিষয়ে হ্যাচাপ (Hazard Analysis and Critical Control Points-HACCP) পদ্ধতি অনুসরণ করে নিরাপদ মৎস্যের যোগান নিশ্চিত করা;

১০.৩ মৎস্যজাত পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিতকরণের সর্বনিম্ন মানদন্ড স্থির করে সংশ্লিষ্ট সকল মৎস্য আহরণ নৌযানে ফিশহোল্ড ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় কার্যকরভাবে প্রয়োগ নিশ্চিত করা;

১০.৪ মৎস্য আহরণ ও আহরণোত্তর কাজে নিয়োজিত সকল নাবিক ও মৎস্যজীবী জেলেদের ব্যক্তিগত পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি পালনপূর্বক মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ে প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ সেবা জোরদারকরণ;

১০.৫ সনাতন মৎস্য নৌযানে মৎস্য সংরক্ষণ ও পরিবহনে ব্যবহৃত বরফের গুণগতমান বজায় রাখা;

১০.৬ আন্তর্জাতিক এবং অভ্যন্তরীণ বাজারে বাজারজাতকৃত মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের উৎস সনাক্তকরণ ও ঝুঁকি পরিমাপ পদ্ধতি (Traceability, Risk Assessment and Management) প্রণয়ন করে সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়ন;

১০.৭ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) চুক্তিনামায় বিবৃত নীতি এবং বাধ্যবাধকতা অনুসরণপূর্বক সামুদ্রিক মৎস্যের আহরণোত্তর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

১১.০ ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন

১১.১ ঘুর্ণিঝড়, সুনামী, জলোচ্ছাস ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে বাণিজ্যিক ট্রলার ও মৎস্য নৌযানসমূহ নিরাপদে রাখার জন্য সরকার কর্তৃক পোতাশ্রয় (Harbour) পুনর্বাসন ও নির্মাণের ব্যবস্থা করা;

১১.২ আহরিত মাছের গুণগতমান সংরক্ষণ করে বিপণন সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত নতুন মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র (Landing Center) নির্মাণ ও কুল-চেইন ব্যবস্থা (Cool Chain Distribution) প্রবর্তন করা;

১১.৩ সকল স্থাপনা নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণ (FSMS) পদ্ধতি অনুসরণে আধুনিক পর্যায়ে উন্নীত করা;

১১.৪ যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের মৎস্য আহরণ নিবিড় ও কার্যকরভাবে মনিটরিং করার নিমিত্ত দেশের উপকূল ও সামুদ্রিক এলাকায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক মেরিন ফিশারিজ সার্ভেল্যান্স চেকপোষ্ট প্রতিষ্ঠা করা;

১১.৫ আহরিত মৎস্যের গুণগতমান বজায় রাখা ও উচ্চমূল্য নিশ্চিতকরণে পরিবহণ, বিপণন ও দ্রুত প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নসহ বিশুদ্ধ পানি, বরফ, রেফ্রিজারেটেড ভ্যান ও বিদ্যুৎ সুবিধা বৃদ্ধি করা;

১১.৬ সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, চট্টগ্রাম-এর আওতায় ভৌত অবকাঠামো ও প্রয়োজনীয় জনবলসহ দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম এবং মধ্যাঞ্চলের উপকূলীয় জেলাসমূহে একাধিক স্থাপনা প্রতিষ্ঠা করে সার্ভেল্যান্স ও মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করা;

১১.৭ অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে সামুদ্রিক মৎস্য গ্রহণ (Intake) ও বিপণন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

১১.৮ উপকূলীয় ও গভীর সমুদ্রে সার্ভেল্যান্স কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরে প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল বৃদ্ধিসহ প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ পদ্ধতি এবং অত্যাধুনিক সুযোগসুবিধা সম্বলিত প্রয়োজনীয় যান ও সরঞ্জামাদি সরবরাহ;

১১.৯ সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে আধুনিক সযোগসুবিধা সম্বলিত গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করা।

১২.০ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সম্ভাব্য প্রভাব মোকাবেলায় ব্যবস্থা গ্রহণ

১২.১ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের উপর প্রভাব সম্পর্কে মৎস্যজীবীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের মাঝে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা;

১২.২ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সম্ভাব্য দুর্যোগ প্রতিকারে সামুদ্রিক ও উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসরত মৎস্যজীবীদের জন্য আপদকালীন তহবিল প্রবর্তন করা;

১২.৩ জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে লবণাক্ততা সহনশীল মৎস্য প্রজাতি নির্বাচন ও চাষ প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদার করা;

১২.৪ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় মৎস্য অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে এ বিষয়ক গবেষণা, মৎস্যসম্পদের উপর প্রভাব নিরূপণ ও এর প্রতিকার, মৎস্যজীবীদের অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং এ বিষয়ে সকল কর্মকান্ড পরিচালনা ও বাস্তবায়নের জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের অধীন একটি স্বতন্ত্র সেল প্রতিষ্ঠা করা।

১৩.০ সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় মানবসম্পদ উন্নয়ন

১৩.১ সামুদ্রিক ও উপকূলীয় মৎস্য আহরণ, চাষ, সংরক্ষণ, সুষম উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত সরকারি, বেসরকারি এবং সুফলভোগী ও প্রান্তিক মৎস্যজীবীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

১৩.২ যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান পরিচালনার জন্য দেশের বলবৎ আইন অনুযায়ী দক্ষ জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন;

১৩.৩ দেশের সকল মৎস্য-বিজ্ঞান বিষয়ক পাঠ্যসূচিতে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার পাশাপাশি ইন্টার্নশীপ প্রবর্তন;

১৩.৪ সামুদ্রিক মৎস্য খাতে নিয়োজিত সরকারি কারিগরি জনবলের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদেশে উচ্চশিক্ষা, শিক্ষা সফর, প্রশিক্ষণ, বিশেষজ্ঞ বিনিময় ইত্যাদির সুযোগ বৃদ্ধি;

১৩.৫ বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য-উপাত্তের ওপর নির্ভর করে দায়িত্বশীল মৎস্য আহরণ, মৎস্যচাষ ও মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণের ব্যাপারে,সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

১৩.৬ মৎস্যসম্পদের মজুদ নিরূপণ, মৎস্য আহরণে ব্যবহৃত জাল ও অন্যান্য সরঞ্জামের প্রভাব এবং জলজ পরিবেশ বিষয়ে জরিপ ও গবেষণা পরিচালনা;

১৩.৭ সামুদ্রিক জীববিদ্যা, প্রতিবেশবিদ্যা, পরিবেশবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, মৎস্যচাষ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ, পুষ্টিবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়নসহ মৎস্য বিষয়ক সকল ক্ষেত্রে উপযুক্ত গবেষণা পরিচালনা;

১৩.৮ সামুদ্রিক গবেষণা পরিচালনার জন্য ভৌত ও কারিগরি সুবিধাদি সৃষ্টি, প্রশিক্ষণ প্রদান এবং জনবল ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর উন্নয়ন সাধন;

১৩.৯ বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল প্রকাশ ও সহজলভ্য করা এবং এর যথাযথ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

১৩.১০ ফিশিং ভেসেল থেকে বাই-ক্যাচ ও বাতিলকৃত বা ফেলে দেয়া মৎস্য এবং আবর্জনা নিষ্কাশন সংক্রান্ত তথ্য মৎস্যসম্পদ ও প্রতিবেশের অবস্থা নির্ণয়ের জন্য সংগ্রহ ও সংকলিত করা;

১৩.১১ মৎস্য আহরণজনিত চাপ, দূষণ, বর্জ্য নিষ্কাশন এবং আবাসস্থলের অবস্থা পরিবর্তনের ফলে প্রতিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাবসহ মৎস্যসম্পদের অবস্থা নিরূপণ ও পরিবীক্ষণে দক্ষ জনবল তৈরী করা;

১৩.১২ বাণিজ্যিকভাবে কোন নতুন ধরনের জাল বা সরঞ্জাম প্রবর্তনের পূর্বে প্রতিবেশ ও মৎস্যসম্পদের উপর তার প্রভাবের বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন নিশ্চিত করা;

১৩.১৩ মৎস্য বিষয়ক সনাতনী জ্ঞান ও প্রযুক্তি, বিশেষত যা ক্ষুদ্রায়তন মৎস্য আহরণে ব্যবহৃত হয়, তা অনুসন্ধান ও লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করা, যাতে স্থিতিশীলভাবে মৎস্য সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে এগুলোর প্রয়োগ মূল্যায়ন করা যায়;

১৩.১৪ আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগিতায় মৎস্য ভান্ডারের অবস্থা ও পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা উন্নয়নের জন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন পরস্পর সহযোগী কারিগরি ও গবেষণা কর্মসূচি প্রবর্তন করা;

১৩.১৫ আহরিত মৎস্যসম্পদের সর্বোচ্চ এবং সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে সামুদ্রিক মৎস্য থেকে পরিবেশসম্মতভাবে মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে স্থাপনা তৈরি ও উন্নয়ন;

১৩.১৬ সামুদ্রিকঅনুজীবসমূহ ব্যবহার করে Blue biotechnology এর মাধ্যমে খাদ্য ও ঔষধ তৈরিতে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদব্যবহার কৌশল উদ্ভাবন করা।

১৪.০ সামুদ্রিক ও উপকূলীয় জলাশয়ের দূষণ নিয়ন্ত্রণ

১৪.১ বিদেশি ভেসেল কর্তৃক দেশের জলসীমায় ক্ষতিকর রাসায়নিক ও পারমাণবিক বর্জ্য নিক্ষেপ রোধে আন্তর্জাতিক উদ্যোগের পাশাপাশি , নৌ বাহিনী, নৌ পুলিশ এবং কোস্ট গার্ডের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;

১৪.২ বঙ্গোপসাগরের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বিদেশি বাণিজ্যিক ভেসেল কর্তৃক ব্যালাস্ট ওয়াটার নিক্ষেপের মাধ্যমে ভিনদেশি প্রজাতির অনুপ্রবেশ রোধে উদ্যোগ গ্রহণ;

১৪.৩ জাহাজ কর্তৃক সাগরে অপরিশোধিত বর্জ্য অপসারণ, জাহাজ ভাঙ্গা ও পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ শিল্পের মাধ্যমে ক্ষতিকর ও বিষাক্ত বর্জ্য নিক্ষেপ নিয়ন্ত্রণে কঠোর তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা;

১৪.৪ মৎস্য আহরণে ব্যবহৃত সকল প্রকার পরিত্যক্ত জাল, পলিথিন, প্লাস্টিক, বর্জ্যতৈল, অপরিশোধিত পানি ইত্যাদি সমুদ্রে নিক্ষেপ ও প্রবেশ রোধে Land based center স্থাপন সহ অন্যান্য ব্যবস্থা নেয়া;

১৪.৫ মৎস্য আহরণে বিস্ফোরক, বিষটোপ, বিষ, বিদ্যুতায়নসহ সকল ধরণের ধ্বংসাত্বক পদ্ধতির ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা;

১৪.৬ IMO-কর্তৃক সমুদ্রে চলাচলকারী জাহাজসমূহ দ্বারা সামুদ্রিক পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রণীত আইন MARPOL-এর সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান মেনে চলার বিষয়ে সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর ও নৌ বাণিজ্য অধিদপ্তকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;

১৪.৭ International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC) 1969 (and its Protocol); International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage 2001; Protocol to the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage (FUND 1992) এর আওতায় বর্জ্য, তৈল নিক্ষেপণের জন্য ক্ষতিপূরণ আদায়ের বিষয়ে সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর ও নৌ বাণিজ্য অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও সহযোগিতা প্রদান।

১৫.০ সমুদ্রে মৎস্য আহরণে অনুমতি প্রাপ্ত ট্রলার সমূহের মালিকানা পরিবর্তণ ও লাইসেন্স হস্তান্তর

১৫.১ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের সম্মতি পত্রের মাধ্যমে ট্রলার সংগ্রহ এবং রেজিষ্ট্রেশনের পূর্বে কোনক্রমেই লাইসেন্স এর অনুমতিপত্র হস্তান্তর বা বিক্রয়যোগ্য হবে না;

১৫.২ প্রথম লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন ট্রলার কমপক্ষে ২ (দুই) বৎসর সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার পর লাইসেন্স হস্তান্তর বা বিক্রয় করা যাবে; তবে ব্যক্তি মালিকানাধীন ট্রলার মালিকের মৃত্যুতে বা ট্রলারটি দূর্ঘটনা কবলিত হলে এই শর্ত শিথিলযোগ্য হবে এবং মালিকের বৈধ উত্তরাধিকারীর নিকট লাইসেন্স হস্তান্তর করা হবে;

১৫.৩ ট্রলারের মালিকানা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ট্রলার মালিক, অংশীদার এবং লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে পরিচালক মন্ডলীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিতসভায় ট্রলার বিক্রয়ের সিদ্ধান্তের কপি, ক্রয়/বিক্রয়ের আইনগত দলিল, ব্যাংক ঋণ, কোম্পানী গঠনের বিষয়ে রেজিষ্ট্রার অব জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানীজ এন্ড ফার্ম এর প্রত্যয়ন ইত্যাদিসহ সকল কাগজপত্র, ক্রেতা বিক্রেতা উভয় প্রতিষ্ঠান পরিচালকের মাধ্যমে মন্ত্রণালয় বরাবরে আবেদন করবে;

১৫.৪ কোনক্রমেই অস্তিত্ববিহীন কোন ট্রলারের লাইসেন্স/হালনাগাদ লাইসেন্স করা হয় নাই এমন ট্রলারের লাইসেন্স হস্তান্তর

বা বিক্রয় করা যাবে না।

১৬.০ জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্য নীতিমালা বাস্তবায়ন

১৬.১ সামুদ্রিক মাছের আহরণ সহনশীল পর্যায়ে রাখার জন্য দেশের ট্রলার বহরে বিদ্যমান ট্রলার ও অন্যান্য মৎস্য নৌযানের সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি করাসহ সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান ও তার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণে জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা শীর্ষক একটি জাতীয় ওয়ার্কিং কমিটি/কমিশন গঠন করা;

১৬.২ বাস্তব অবস্থার নিরিখে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর নৌযানের (ট্রলার/যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান) ফিশিং লাইসেন্স ফি ও মৎস্য শিকারে সমুদ্র যাত্রার ফি (SP) পুনঃনির্ধারণ করে সরকারের কর বহির্ভূত রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করা;

১৬.৩ দেশের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল এর বিশাল জলাশয়ে বিদেশি ট্রলার ও যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান কর্তৃক অবৈধ মৎস্য আহরণ, মৎস্য বিপণনসহ জলদস্যুদের ভয়াবহতা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ নৌবাহিনী, ও বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডকে সার্ভেল্যান্স বিমান, হেলিকপ্টার ও হাইস্পিড ভেসেল সহযোগে শক্তিশালী করা;

১৬.৪ বাংলাদেশ নৌবাহিনী, নৌপুলিশ এবং বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক বাংলাদেশের জলাশয়ে অবৈধ ও অননুমোদিতভাবে ট্রলার অনুপ্রবেশ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা;

১৬.৫ সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য আহরণ, সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ ও বিস্তারকরণে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে কম্পিউটারাজইড ডাটাবেইজ তৈরী ও নিয়মিত হালনাগাদ করা;

১৬.৬ দেশীয়, উপআঞ্চলিক, আঞ্চলিক, আন্তর্জাতিক এবং আন্তঃমহাদেশীয় সামুদ্রিক জলাশয়ে বিচরণরত ও অতি পরিভ্রমণশীল মৎস্য প্রজাতি (Straddling and Highly Migratory Fish Species) আহরণে আঞ্চলিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা সংস্থার কারিগরি সহযোগিতায় জরিপ ও গবেষণা পরিচালনা করা;

১৬.৭ দেশের সামুদ্রিক ও উপকূলীয় মৎস্য সম্পদের টেকসই আহরণ নিশ্চিতকরণে জনবল কাঠামো পুনর্বিন্যাস করে তাদের দক্ষ ও প্রশিক্ষিত করা;

১৬.৮ ট্রাফিক পুলিশ, রেলওয়ে পুলিশ, ট্যুরিস্ট পুলিশ এবং শিল্প পুলিশের ন্যায় মৎস্য পুলিশ প্রথা চালু করা;

১৬.৯ অবৈধ, অঘোষিত ও অনিয়ন্ত্রিত (IUU) মৎস্য আহরণ নিয়ন্ত্রণে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে সংশ্লিষ্ট সকল অংশিজন সমভিব্যাহারে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা;

১৬.১০ বাংলাদেশ নৌবাহিনী, নৌ পুলিশ, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, নৌ বাণিজ্য দপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মেরিটাইম সংস্থার সমন্বয়ে সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর কর্তৃক পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি (MCS) কার্যক্রম জোরদার করা;

১৬.১১ মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম জোরদারকরণে মন্ত্রণালয়, মৎস্য অধিদপ্তর, বিএফডিসি, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, নৌ বাণিজ্য দপ্তর, র‍্যাব, স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ বিভাগ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দের অংশগ্রহণে সমন্বিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা;

১৬.১২ বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর টহল ভেসেল, বাণিজ্যিক মৎস্য ট্রলার, তেল-গ্যাস ও অন্যান্য সম্পদ অনুসন্ধানে নিয়োজিত জরিপ জাহাজে, সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনাসম্পর্কিত গবেষণাজরিপ পরিদর্শন এর দায়িত্বে নিয়েজিত মৎস্য অধিদপ্তরের জনবলকে পর্যবেক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করা;

১৬.১৩ উপকূলীয় চিংড়িচাষি ও মেরিকালচার সংশ্লিষ্ট চাষী ও উদ্যোক্তাদের প্রণোদনা প্রদান;

১৬.১৪ যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান কর্তৃক মৎস্য আহরণ পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে VMS (Vessel Monitoring System) প্রবর্তন করা;

১৬.১৫ গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত সম্মতিপ্রাপ্ত বা লাইসেন্স প্রাপ্ত বাণিজ্যিক ট্রলার সমূহ কর্তৃক প্রচলিত আমদানি নীতি আদেশ অনুযায়ী জাল ও যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান;

১৬.১৬ বাংলাদেশ সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক প্রণীত প্রটোকল, চুক্তি, কনভেনশন ইত্যাদিতে অনুস্বাক্ষকারী রাষ্ট্র হিসেবে তা প্রতিপালনে বাস্তব অবস্থার নিরিখে সংশ্লিষ্ট অন্যন্য অধিদপ্তর বা সংস্থার সাথে আলোচনাপূর্বক এতদসম্পর্কিত প্রচলিত বিধি-বিধান, আইন, অধ্যাদেশ ইত্যাদি পর্যালোচনাপূর্বক সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

১৭.০ ভ্যাট, আয়কর, শুল্ক ও অন্যান্য কর

ট্রলার, নৌযান তৈরী, আমদানি, রপ্তানি, লাইসেন্স গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রচলিত অথবা সময় সময় ঘোষিত/অর্পিত শুল্ক, ভ্যাট, আয়কর ও অন্যান্য কর সংক্রান্ত আইন/বিধি প্রযোজ্য হবে।

১৮.০ শব্দসংক্ষেপ (Abbreviations)

AFS-Anti-fouling Systems on Ships

AIGA-Alternative Income Generating Activities

AIS-Automatic Identification System

BIMSTEC-Bay of Bengal Initiatives for Multi Sectoral Technical and Economic Cooperation

BOBLME-Bay of Bengal Large Marine Ecosystem

BOBP-IGO-Bay of Bengal Program Inter -Governmental Organization

CLC-Civil Liability Convention

COI-Certificate of Inspection

EEZ-Exclusive Economic Zone

FRP-Fibre Reinforced Plastic

FUND-Fund for Compensation for Oil Pollution Damage

HNS-Hazardous and Noxious Substances

ILO-International Labour Organization

IMO-International Maritime Organization

ITLOS- International Tribunal on the Law of the Sea

IUU-Illegal, Unreported and Unregulated

LME-Large Marine Ecosystem

MARPOL-Marine Pollution

MCS-Monitoring, Control and Surveillance

MPA-Marine Protected Area

RFMO-Regional Fisheries Management Organization

SAR-Search and Rescue

SOLAS-Safety of Life at Sea

SP-Sailing Permission

VMS-Vessel Monitoring System

WTO -World Trade Organization